পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

১২, বি. বা. দি. বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১

বালুচরী - চিত্র যেখানে বিচিত্র

বাংলার মাটির টানে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে দিল্লীর মোগল বাদশাদের রাজত্বকালে কয়েকজন অভিজ্ঞ তাঁতী বেনারস থেকে বাংলার মাটির দুর্নিবার আকর্ষণে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নদীর তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ -এর কাছে **'বালুচর'** নামে একটি ছোট্ট গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

রেশমের কাপড় তৈরী ও সূক্ষ্ম কাজে ঐ সকল তাঁতীগণের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। নবাব বাদশাহ ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামের তাঁতশিল্পীরা তাঁদের অসাধারণ কর্মকুশলতায় হস্তচালিত তাঁতে সীমিত সংখ্যক কিছু রেশমের শাড়ি তৈরী করে তাঁদের গ্রামের নামের চিরস্মরণীয় করে যান। বালুচরে উৎপন্ন শিল্প নৈপুণ্যে আর উৎকর্ষতায় উদ্ভাসিত এই সমৃদ্ধ শাড়ি ইতিহাসের পাতায় **'বালুচরী'** শাড়ি হিসেবে পরিচিত।

নবাব এবং আমীর ওমরাহদের পছন্দের কথা মাথায় রেখে তৎকালীন নক্সাকাররা মুসলমান রাজ দরবার ও অন্দর মহলের ছবি আঁকতেন নিখুঁত ছাঁদে। বহুবর্ণে রঞ্জিত এক একটি শাড়ি তৈরী করতে লেগে যেত পাঁচ থেকে ছয় মাস। তাই ঐ শাড়িকে শুধুমাত্র শাড়ি হিসেবে না দেখে তাকে শিল্প কর্ম আর নৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন বলাই শ্রেয়।

মুঘল যুগে বিশেষ করে সপ্তদশ শতকে রেশম বয়নের শিল্পে জোয়ার এসেছিল বলা চলে। এর কারণ বিচার করলে দেখা যায় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে প্রাচীন পশ্চিম ভারতীয় শিল্পশৈলীর উপর মুঘল শৈলীর প্রভাবে রাজস্থানী মিনিয়েচার চিত্ররীতির উদ্ভব হয়। তাছাড়া বাণিজ্যের দিক থেকে পারস্য ইত্যাদি স্থানে তখন ভারতীয় নক্সাকরা রেশম বস্ত্রের চাহিদা ছিল। পারস্যের বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ বস্ত্রগুলিতে পার্শিয়ান মিনিয়েচার বা পারস্যের দরবারী আভিজাত্যের অনুসরণে চিত্রগুলি বস্ত্রে বা অন্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা হোত। বালুচরী শাড়ির আঁচলে আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের আকারে নক্সাগুলি (খোপে খোপে বিন্যস্ত) মিনিয়েচার চিত্রেরই আভাস দেয়।

প্রকৃতপক্ষে মুঘলযুগ থেকে ইংরেজ যুগের প্রাথমিক পর্ব অবধি এই সময়কালকে বালুচরীর গৌরবময়যুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ইংরেজদের শাসনকালে মুগল বাদশাহদের প্রভাব স্তিমিত হয়ে যাবার সাথে সাথে মূলতঃ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে 'বালুচরী' শাড়ির গৌরবময় যুগ একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। একদিকে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং তাঁত শিল্পীদের দারিদ্র এবং বাজার দখলে কঠিন প্রতিযোগিতা সব মিলিয়ে বালুচরী শাড়ি শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর পর আনুমানিক ১৯৫৬ সালে প্রখ্যাত শ্রী সুভাঠাকুর ও শ্রীমতী কমল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও সহায়তায় ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ডিজাই সেন্টারের নক্সাকার শ্রী অক্ষয় কুমার দাসের হাতেই বালুচরীর পুনর্জন্ম লাভ হয় বলা চলে। দীর্ঘকাল পরে ১৯৫৭ সালে নতুন রূপে আবার বালুচরী শাড়ীর আবির্ভাব হয়। আর আশ্চর্যজনকভাবে এই পুর্ণজন্ম প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রী অক্ষয় কুমার দাসের কৃতিত্বে এবং শ্রী গোরাচাঁদ দিয়াসীর দক্ষ বয়নে। তাদের সৃষ্ট বালুচরীতে মূল বালুচরীর নক্সার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি তবে নানা বিষয়ে বৈচিত্র্য সাধনের প্রয়াস ঘটেছে।

নক্সায় স্থান পেয়েছে অজন্তা - ইলোরার শিল্পকর্ম আর রাজপুতানার মিনিয়েচার পেন্টিং, নান্দনিকতার দিক থেকে যতই শাড়ির ওজন বাড়ল ততই কঠিন হয়ে পড়ল নক্সা থেকে শুরু করে বুনুন। এরপর ক্রমশঃ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর আর বালুচরী সমার্থক হয়ে উঠল আর তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বিশ্বে এবং এই শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে পড়লেন অনেক তন্তুজীবী পরিবার। আজও অনেকেরই ধারনা যে বালুচরী মানেই 'বিষ্ণুপুর', আর বালুচরী বিষ্ণুপুরেরই নিজস্ব শিল্প হিসাবে জনমানসে খ্যাত হয়ে উঠেছে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বালুচরী শিল্পের পটপরিবর্তন মহড়াকরণ পদ্ধতিতে প্রথম পরিবর্তন ঘটল নক্সার। নক্সা হল সহজ, বুনুনের সহজীকরণের কথা ভেবে। বর্গ বা আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা কমে যেতে থাকল। দুটি বর্গের অর্ন্তবর্তী সূক্ষ্মতম বিভাজন রেখা হয়ে গেল অনেক বেলা চওড়া। ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রের জায়গা দখল করল বৃহদাকার চটকদার ছবি। তবুও বর্তমানের ক্রেতা বালুচরী পেয়েই খুশি কারণ এর সুমহান ঐতিহ্য ও শৈল্পিক সুষমামন্ডিত চালচিত্র। বালুচরী শাড়ির নক্সার ভুবনব্যাপ্তি খ্যাতি একদিকে যেমন তার বিষয় বৈচিত্র অন্যদিকে তার সূক্ষ্ম কারুকাজ। এই দুইয়ের সুপরিমিত ও অপরূপ মেল বন্ধনে যে শৈল্পিক সুষমার সৃষ্টি হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। বালুচরী নক্সাকার তার বিষয় হিসেবে

ফুল-লতা-পাতা-পাখি-হরিণের সাথে সামিল করেছেন মানব শরীরে নান্দনিক রূপের বিভবকে, যা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রান্তের তন্তুজাত সামগ্রীর বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি।

বালুচরী শাড়ির নক্সার মোটিভে দেখা যায় অনন্য সব বৈশিষ্ট্য, যেমন -

১) সম্ভ্রান্ত কোন নারী বা বেগম গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। সুদৃশ্য নল কুন্ডলীকৃত অবস্থায় গড়গড়ার গায়েই সুরক্ষিত, পাশেই পরিচারিকা। (সপ্তদশ শতকে এটি খুব প্রচলিত ছিল) ২) অশ্বারোহিনী মহিলা হাতে ফুল। ৩) হুঁকো পানরত সাহেব অষ্টাদশ শতকের অদ্ভুত পোষাকে, পাশে কোন পরিচারিকা পানপাত্র হাতে দন্ডায়মান। ৪) পর্তুগীজ জাহাজ বন্দরে সমাগত। ৫) পৌরানিক কাহিনীর বা মহাকাব্যের আখ্যানের বিশেষ দৃশ্য।

প্রাথমিক পর্বের বালুচরীকে অনেক কাঁথার সাথেও তুলনা করতেন। তবে আদি কাঁথা-বালুচরীর পৃষ্টপোষক বর্তমানে লুপ্তপ্রায়।

বালুচরী সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

বর্তমানে প্রচলিত হস্ততাঁত নির্ভর বালুচরী তৈরীর প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এ প্রক্রিয়া যদিও সর্বজনবিদিত, তবু অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে প্রক্রিয়া থেকে প্রকার ভেদ বোঝানোর জন্য আলাদাভাবে এখানে দেওয়া হোল।

নক্সীকরণ ঃ ● সাদা কাগজে নক্সার নমুনা অঙ্কন। ● আঁচল, পাড় ও বুটির পরিকল্পনা অনুযায়ী নক্সার বিন্যাস নির্ধারণ। ● তাঁত, জ্যাকার্ড ও খাঁচানের হিসাব।

কার্ড তৈরী করা ঃ ● ছক কাগজ অনুযায়ী কার্ড কাটা। ● নক্সার হিসাব অনুযায়ী কার্ড সাজানো ● লেসিং করা।

তাঁত প্রস্তুতি ঃ ● নির্বাচিত রঙের সুতো তাঁতে হিসাব অনুযায়ী বাঁধা।

সুতো তৈয়ারী ঃ ● খাঁড়াই ও রং করা। ● প্লাই করা। ● সাইজ ও পালিশ করা।

বালুচরী বুনুন ঃ ● দুই বা ততোধিক মাকুর ব্যবহারে কাপড় তৈরী। ● এক একটি নক্সার পর জ্যাকার্ডে বিশাল পরিমাণ কার্ড বদল করা।

বালুচরী শিল্পের বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে আধুনিক চাহিদা উপযোগী উৎকর্ষতার সমৃদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। যে বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল -

ক) নক্সীকরণ (খ) কার্ড তৈরী (গ) তাঁতে বসার ব্যবস্থা (ঘ) সুতো তৈরী ও রং করা।

বর্তমানে এই প্রাচীন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে ও তার শৈল্পিক সুষমাকে অক্ষুন্ন রেখে বালুচরী শাড়িকে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌছেদেবার কাজের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন ভারত সরকারের খাদি গ্রামোদ্যোগ আয়োগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ সহ রাজ্য সরকার পরিচালিত অন্যান্য সংস্থা। তবে বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিধিবদ্ধ সংস্থাটির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে সেটি হল সিল্ক খাদি সেবা মন্ডল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

শিল্প যখন চারুকলা বোঝায় - তাতে থাকে নান্দনিক কোমলতার ছোঁয়া - মন ভরাবার উপকরণ। উৎপাদন ও লাভের অঙ্ক সামনে উদ্যোগী সচরাচর নান্দনিক শিল্পের নান্দনিকতাকে বজায় রাখতে পারে না। বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্প এই চিরাচরিত সংঘাতের এক মনোরম ব্যতিক্রম। এখানে কৃষ্টির ছোঁয়ায় লাভের হিসাব ওঠে বেড়ে অঙ্গে অত্যাবশ্যক আবরণ হয়ে ওঠে আভরণের বস্তু।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ যে প্রধান দুটি শিল্প ধারার সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধানে নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে, খাদি শিল্প তার অন্যতম। খাদি শিল্পের অধীনে রয়েছে রেশম খাদি শিল্প। বালুচরী শাড়ি এই শিল্পের একটি অনন্যসাধারণ পণ্য। আমদের পর্ষদ সামগ্রিক ভাবে খাদি শিল্পের হৃতগৌরব পুণরুদ্ধারে দৃঢ় সংকল্প। তাই বালুচরী শাড়ি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের পথে সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে কালোত্তীর্ণ এই শিল্পকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্পর্শে আধুনিক চাহিদা ও মননের অনুসারী করে তুলতে চাই অবশ্যই তার শিল্পসুষমাকে অক্ষুন্ন রেখে। এই লক্ষ্যে আমরা বাঁকুড়া জেলা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সোনামুখী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, যেখানে

ক) নক্সাকরণ (যন্ত্র গণকের সাহায্যসহ), **খ)** কার্ড তৈরী, **গ)** তাঁতে বসার ব্যবস্থা, **ঘ)** সুতো তৈরী ও রং করা, **ঙ)** উন্নত কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন তাঁত যন্ত্রের ব্যবস্থা, **চ)** নতুন বাজার তৈরী ও রপ্তানির ব্যবস্থা, **ছ)** তাঁত শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি বিধানে বিভিন্ন কল্যাণ মূলক উদ্যোগ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

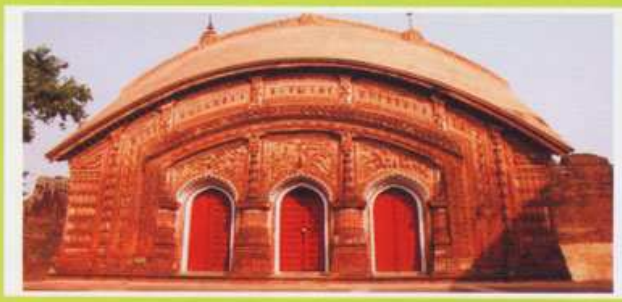

সংকলনে ঃ পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, ১২, বি. বা. দি. বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১